بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ মোতাবেক ২৫ ফাতাহ্, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

এ দিনগুলো কাদিয়ানের বার্ষিক জলসার দিন। আগামীকাল থেকে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কাদিয়ানের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। একইভাবে, আজ অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক জলসাও আরম্ভ হয়ে গিয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের বার্ষিক জলসাও আরম্ভ হতে যাচ্ছে। সময়ের পার্থক্য থাকার করণে হয়তো কিছুক্ষণ পরই আরম্ভ হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হয়তো এই দিনগুলোতে জলসা হচ্ছে বা হবে। এসব জলসাকে আল্লাহ্ তা'লা সকল অর্থে আশিসমন্ডিত করুন, দুস্কৃতকারীদের দুস্কৃতি এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

কাদিয়ান এবং বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানা

এ দৃষ্টিকোণ থেকে কাদিয়ানের জলসা সালানার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজ গ্রামে হচ্ছে, আর এখানেই তিনি খোদা তা'লার অনুমতি সাপেক্ষে জলসার সূচনা করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং খুতবায় জলসা সালানার প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে সে যুগ সম্পর্কেও অবহিত করেছেন, যা ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজ যুগ, আর জামা'তের ছিল সূচনালগ্ন। **প্রারম্ভিক যুগের জলসা কেমন হতো, সে প্রেক্ষাপটে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জলসার চিত্র** তুলে ধরেছেন, সেখানে **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)** কতিপয় ইলহামের কথাও উল্লেখ করেছেন, কীভাবে কতক ইলহামকে এ দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন বা দেখাচ্ছেন। কোন কোন ইলহাম হয়তো ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে যা একবার পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আবারও পূর্ণতা লাভ করবে। এখন এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কয়েকটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করছি।

প্রারম্ভিক জলসাগুলোর একটির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিচারণ এবং জামা''তের চিত্র তুলে ধরে বলেন, এটি **১৯৩৬** সনের কথা, প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে যেখানে এখন মাদ্রাসায়ে আহমদীয়ার ছাত্ররা ক্লাশ করে (কাদিয়ানে যে স্থান ছিল) সেই স্থানে একটি জীর্ণ প্রাচীর ছিল। একটি প্রাচীর ছিল, যা কাদিয়ানের পুরো জনবসতিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। তিনি বলেন, আমাদের পিতা-পিতামহের যুগে কাদিয়ানের সুরক্ষা প্রাচীর ছিল সেটি, যা খুবই প্রশস্ত ছিল। একটি গরুর গাড়ি তাতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারতো। এরপর ইংরেজ সরকার সেটিকে ভেঙ্গে 'নিলাম' করার পর এর কিছু টুকরো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিশালা নির্মাণের জন্য হস্তগত করেন। স্থানটি ছিল এক দীর্ঘাকৃতির ভূমিখণ্ড। তিনি

বলেন, আমার মনে নেই সেই সনটি ১৮৯৩-৯৪ নাকি ৯৫ ছিল, হয়তো এমনই হবে। আর ডিসেম্বরের কোন একটি দিন ছিল, ঋতুও এটি, আর মাসও ছিল ডিসেম্বর। কিছু লোক, যারা তখনও আহমদী আখ্যায়িত হতো না, কিন্তু একই লক্ষ্য এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে তারাও কাদিয়ানে সমবেত হন। তখনও জামা'তকে আহমদীয়া জামা'ত বলা হতো না, আহমদী নাম রাখা হয় ১৯০১ সনে, এরপূর্বে এখনকার মতো আহমদীয়া জামা'তের স্বতন্ত্র কোন পরিচিতি ছিল না।

আমি এটি বলতে পারবো না যে, পুরো কার্যক্রম কি সেখানেই পরিচালিত হয়েছে, নাকি কার্যক্রমের একটি অংশ সেস্থানে হয়েছে (যে জায়গার কথা বলছেন) আর কিছুটা মসজিদে পরিচালিত হয়েছে। কেননা, আমার বয়স [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর] তখন ৭/৮ বছর হবে, তাই এর খুঁটিনাটি আমার মনে নেই। তখন এই জনসমাগমের গুরুত্ব আমার বোধগম্য ছিল না, কিন্তু এতটা মনে আছে, আমি সমবেত লোকদের চতুষ্পার্শ্বে ছুটে বেড়াতাম, খেলা-ধূলায় মত্ত থাকতাম। সে যুগের দিক থেকে আমার কাছে পুরো বিষয়টাই আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে, সেই দেয়ালের উপর বিছানো একটি মাদুরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপবিষ্ট ছিলেন আর চতুষ্পার্শ্বে বন্ধুরা সমবেত ছিল, যারা জলসা সালানার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, হতে পারে আমার স্মৃতিভ্রম হবে, মাদুর হয়তো একটি বা দু'টো হবে, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, একটিই মাদুর ছিল যার চতুষ্পার্শ্বে মানুষ একত্রিত বা সমবেত ছিল। তাদের সংখ্যা দেড় বা দুই শত হবে। ছোটদেরকে নিয়ে সেই সংখ্যা হয়তো আড়াইশ' হবে, যাদের তালিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছাপিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় একটি বা দু'টি মাদুর ছিল, কিন্তু জায়গা ততটাই ছিল যতটা এই জলসার (অর্থাৎ যে জলসায় তিনি এর উল্লেখ করছেন) স্টেজ বা মঞ্চের মোট জায়গার সমান ছিল (আজকাল অবশ্য আমাদের জলসার মঞ্চ আরও অনেক বড় হয়ে থাকে)। আমি জানি না, কেন? কিন্তু এতটা জানি যে, তিনবার সেই মাদুরের স্থান বদল করা হয়েছে। (এক জায়গা থেকে উঠিয়ে দ্বিতীয় জায়গায়, এরপর তৃতীয় জায়গায়।) প্রথমে একস্থানে বিছানো হয়েছে, এরপর উঠিয়ে কিছু দূরে দ্বিতীয় জায়গায় বিছানো হয়েছে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে পরিবর্তন করে আরেক স্থানে কিছু দূরে বিছানো হয়েছে। আমার শৈশব কালের দেখা থেকে এটি বলতে পারবো না যে, সমবেত লোকদেরকে মানুষ বাধা দিত বা বলতো, তোমাদের অধিকার নেই, এখানে মাদুর বিছানোর, নাকি অন্য কোন কারণ ছিল। যাহোক, আমার মনে আছে, দু'তিন বার সেই মাদুরের স্থান বদল করা হয়। **(জামা'তে আহমদীয়া কি আজিমুশ্বান তারাক্কি আসতানা রাব্বুল ইজ্জাত পার গিরিয়া ওয়া বুকা কারনে কা নাতিজা হে... আনওয়ারুল উলুম, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩২১-৩২৩)**

এখন যারা কাদিয়ানে জলসার উদ্দেশ্যে গিয়েছেন, তারা হয়তো তখনকার অবস্থা ধারণাই করতে পারবেন না। এখন একটি বৃহৎ জলসা গাহ্ আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চতুর্দিক থেকে এটি পাকা প্রাচীরে ঘেরা, আর তাতেও সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা প্রদানের চেষ্টা রয়েছে। ১৯৩৬ সনে যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একথা বলেছেন, এরপর ব্যবস্থাপনা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। **পরবর্তীতে দেশ-বিভাগের সময় কাদিয়ানে এমন যুগও আসে, যখন দারুল মসীহ্ বা তার**

চতুষ্পার্শ্বের কয়েকটি ঘর পর্যন্তই আহমদীরা সীমাবদ্ধ ছিল, বরং কয়েকশ’ ছাড়া সবাইকে হিজরত করতে হয়েছে। আর গুটি কতক আহমদী যারা ছিল, তারাও অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিন্তু আজ পুনরায় আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় কাদিয়ান বিস্তৃতি লাভ করছে, আর সেখানে আগতরা এখন শুধু সেই বিস্তৃতিই দেখতে পাচ্ছে। যেমন- প্রথমবার যারা গিয়েছে, নতুন প্রজন্ম বা যুবক শ্রেণি বা যারা বহির্বিশ্ব থেকে এসেছেন, তারা এখন সম্প্রসারিত কাদিয়ানই দেখছেন। ইতিহাসের জানালায় যদি আমরা উঁকি মেরে তাকাই, তাহলে খোদার অপার কৃপাবারি আমরা লক্ষ্য করি।

আজকাল রাবওয়ায় বসবাসকারীরাও হয়তো উৎকণ্ঠিত হবেন, তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, পরিস্থিতি সবসময় একরকম থাকে না। **ইনশাআল্লাহ্ তা’লা সেখানেও অবস্থায় পরিবর্তন আসবে আর প্রাণচাঞ্চল্যও ফিরে আসবে। কিন্তু দোয়ার প্রতি রাবওয়াবাসীদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে, পাকিস্তানবাসীদেরও দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।** আল্লাহ্ তা’লা বলেন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (সূরা আলে ইমরান: ১৪০) অর্থাৎ দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না আর দুঃখ ভারাক্রান্তও হবে না। নিশ্চয় তোমরাই জয়যুক্ত হবে। শর্ত হলো, যদি তোমরা মু’মিন হও। অতএব, ঈমান বৃদ্ধি আর দোয়ার উপর জোর দেয়াই খোদার কৃপাবারি আকর্ষণ করে অবস্থায় পরিবর্তন আনে।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও বলেন, যারা সেখানে সমবেত ছিলেন, (যাদেরকে এক জায়গা থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হতো) সেখানে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলছেন, ইসলামকে পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। আর সেই একমাত্র আলো যা ছাড়া পৃথিবী আলোকিত হতে পারে না, সেটিকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য মানুষ সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে [অর্থাৎ ইসলাম এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জ্যোতিকে নির্বাপিত করার অপচেষ্টা চলছে।] অন্ধকার ও অমানিশার সেই প্রজন্ম সেটিকে মিটিয়ে দিতে চায়। তিনি বলেন, একশ পঁচিশ বা ত্রিশ কোটি মানুষের বিশ্বে (সে যুগের পৃথিবীর জনবসতি যা ছিল,) যাদের মাঝে দু’আড়াই শত প্রাপ্ত বয়স্করা এখানে সমবেত ছিল, যাদের অধিকাংশের পোশাকে দারিদ্রের ছাপ ছিল স্পষ্ট, তাদের মাঝে হয়তো এমন মানুষ কমই হবেন, যারা ভারতে বিরাজমান পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্ত আখ্যায়িত হতে পারেন। তারা সমবেত এবং একত্রিত হয়েছেন এই উদ্দেশ্যে এবং এই মানসে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা, শত্রুরা যা অবনমিত করতে চায়, তারা এই পতাকাকে নমিত হতে দিবেন না, বরং সেটিকে তারা সর্বোচ্চ অবস্থানে উন্নীত রাখবেন। তারা আত্মবিসর্জন দিবেন, কিন্তু সেই পতাকাকে নমিত হতে দিবেন না। এই একশ’ পঁচিশ কোটি মানুষের জনসমুদ্রের সামনে দু’আড়াই শত দুর্বল মানুষ কুরবানীর প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে এসেছিলেন। (এটি ১৮৯৫/৯৬ সালের কথা,) তাদের চেহারায় লেখা ছিল তা-ই, যা লিপিবদ্ধ ছিল বদর প্রান্তরে সাহাবীদের চেহারায়। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা যেভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! এতে সন্দেহ নেই যে, আমরা দুর্বল আর শত্রু শক্তিশালী, কিন্তু তারা যতক্ষণ আমাদের লাশ মাড়িয়ে না যেতে পারবে, ততক্ষণ

আপনার কাছে তারা পৌঁছতে পারবে না। তাদের চেহারার সংকল্পে স্পষ্ট ছিল যে, তারা মানুষ নয় বরং জীবন্ত লাশ, যারা নিজেদের সত্তার মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান এবং তাঁর ধর্মের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শেষ সংগ্রামের জন্য একতাবদ্ধ হয়েছিলেন।

দর্শক তাদেরকে দেখে তিরস্কার করতো, হাসিঠাট্টা করতো আর তারা আশ্চর্য ছিল যে, এরা কি-ইবা করতে পারবে আর শক্তিই বা কি এদের আছে। (তিনি বলেন,) আমি মনে করি, তখন একটি বা দু'টো মাদুর ছিল। যাহোক, এর জন্য এই স্টেজ বা এই মঞ্চের সমপরিমান জায়গা ছিল। আমি জানি না কেন কিন্তু এতটা জানি, তিনবার সেই মাদুরের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে (যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে)। এরপর হযরত ইউসুফের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইউসুফ (আ.) যখন মিশরের বাজারে বিক্রি হওয়ার জন্য আসেন, তখন এক বৃদ্ধাও ছোট দু'টো তুলার গোলক (রুই) নিয়ে আসেন, হয়তো এ মানসে যে, এগুলোর বিনিময়ে আমি ইউসুফকে ক্রয় করতে পারবো। বস্তুবাদী মানুষ এই ঘটনা শুনে হাসে, আর আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ তা শুনে অশ্রু বিসর্জন দেয়। কেননা, তাদের হৃদয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই আবেগ সঞ্চার হয় যে, কোন জিনিসের অপরিমেয় মূল্য যেখানে থাকে, সেখানে মানুষ এই বস্তুজগতের হাসিঠাট্টার ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু আমি বলবো, ইউসুফ তো একজন মানুষ ছিলেন, আর তখন ইউসুফের যোগ্যতাও প্রকাশ পায় নি (বয়স কম ছিল)। এজন্যই তার ভাইয়েরা অতি স্বল্প মূল্যে তাকে বিক্রি করে দেয়। (এই ঘটনাকে যদি সত্যও মেনে নেয়া হয়) এমতাবস্থায় যদি বৃদ্ধার মাথায় এই ধারণা আসে যে, হয়তো রুইয়ের দু'টো গোলকের (পুটলির) বিনিময়ে আমি ইউসুফকে ক্রয় করতে পারবো তাহলে এটি অবান্তর বা অবাস্তব কোন কথা নয়। বিশেষ করে, আমরা যদি এ কথাটিকে সামনে রাখি যে, যেই দেশ থেকে এই কাফেলা এসেছিল, সেখানে রুই বা তুলা হতো না, তারা মিশর থেকেই রুই আমদানি করতো বা নিয়ে যেত, তাহলে এটি অসম্ভব নয় যে, 'রুই'-এর মূল্য হয়তো তখন অনেক বেশি ছিল আর সেই বৃদ্ধা সত্যিই ভাবতো, রুই দিয়ে ইউসুফকে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু যেই মূল্য নিয়ে তারা একত্রিত হয়েছিলেন, এটি অবশ্যই এমনই যৎসামান্য ছিল [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পাশে যে, দু'আড়াই শ' মানুষ সমবেত ছিল, তারা যে মূল্য নিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন তা নিশ্চয় যৎসামান্য ছিল] আর ইউসুফকে ক্রয় করার ঘটনাও মহান ও গভীর প্রেমের দৃষ্টান্ত বৈ-কি। এটি কি? আসলে এটি সেই প্রেম, যা মানুষের বিবেকের উপর পর্দা লেপন করে। সেই বৃদ্ধা ভেবেছিল, ইউসুফকে ক্রয় করার জন্য এই রুই বা তুলাই যথেষ্ট।

কিন্তু এখানে আরেকটি মূল্যের কথা বলা হচ্ছে, যা প্রেমের মূল্য, যা বিবেকের উপর পর্দা লেপন করে। আর এ প্রেম মানুষকে এমন ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত করে, যা কল্পনারও ঊর্ধ্বে। দুই বা আড়াই শত মানুষ যারা সমবেত হয়েছিল, তাদের হৃদয় থেকে প্রেমানুরাগপূর্ণ যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তা খোদার আরশের সামনে ফরিয়াদ করে। নিঃসন্দেহে তাদের অনেকের পিতামাতা হয়তো জীবিত আছেন বা তারা হয়তো নিজেরাও পিতামাতা বা দাদা হবেন, কিন্তু পৃথিবী যখন তাদেরকে হাসিঠাট্টা করে, পৃথিবীর মানুষ যখন তাদেরকে পরিত্যাগ করে, আপন-পর সবাই যখন তাদেরকে দূরে ঠেলে

দেয় এবং বলে, যাও হে উন্মাদরা! আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাও। (আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে বড়, বয়স্ক, পিতা, দাদা বা যুবক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাদেরকে ঘর থেকে বহিস্কার করে আর বলে যে, আমাদের থেকে বিতাড়িত হও।) এমন মানুষ বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও এতিম হয়ে যায়। এতিম আমরা তাকেই বলি যার কোন উত্তরাধিকারী থাকে না আর যার কোন সাহায্যকারীও থাকে না। অতএব, পৃথিবী যখন তাদেরকে বিতাড়িত করলো তখন তারা এতিম হয়ে গেল আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এতিমের আহাজারি আরশ্‌কে প্রকম্পিত করে– অনুসারে তারা যখন কাদিয়ানে সমবেত হয়, আর সব এতিম সম্মিলিতভাবে আহাজারি করে, সেই আহাজারির ফলে এমন কিছু সৃষ্টি হয়েছে, যা তোমরা আজ এই ময়দানে দেখতে পাচ্ছো। **(জামা'তে আহমদীয়া কি আজিমুশ্বান তারাক্কি আসতানা রাব্বুল ইজ্জাত পার গিরিয়া ওয়া বুকা কারনে কা নাতিজা হে, আনওয়ারুল উলুম, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩২২-৩২৩)**

অর্থাৎ জলসার সময়ে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে] কাদিয়ানে একটি প্রশস্ত ময়দানে লোক জনসমবেত ছিল। অতএব, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর সামনে উপবিষ্ট কয়েক হাজার মানুষকে সম্বোধন করে বলছিলেন, সেই দু'আড়াই শ' মানুষের আহাজারির ফসল আজ তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছো, অর্থাৎ এই ময়দানে সেই দু'আড়াই শ' মানুষের আহাজারির ফসল তোমরা দেখছো, আর এখন সেই ময়দানেই (কাদিয়ানেই) তোমরা বসে আছো।

যেমনটি আমি আজ বলেছি, কাদিয়ানের জলসাগাহ্ আরও বিস্তৃত হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণকারী নর-নারী যারাই আছেন, তাদেরকে আমি বলবো, এক প্রশস্ত ময়দান যাতে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে, যেখানে এক ভাষার পরিবর্তে, [সেই যুগে হয়তো একটি ভাষাতেই সবকিছু বলা হতো যেখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন,] বেশ কয়েকটি ভাষায় আওয়াজ পৌঁছানো হচ্ছে। এখন আপনারা সেখানে বসে খুতবাও শুনছেন, আর সাত আটটি ভাষায় সবাই অনুবাদও শুনতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ সেখানে এখন উপস্থিত আছেন। যেখানে পাকিস্তান থেকে আগত অধিকার বঞ্চিত আহমদীরাও বসে আছেন। নিজেদের মাঝে এদের সবার সেই ঈমান এবং নিষ্ঠা সৃষ্টি করা উচিত, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা উচিত, সেই প্রেরণায় সমৃদ্ধ হওয়া উচিত, যা সেই দুইশ' মানুষের মাঝে ছিল, যাদের দৃষ্টান্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তুলে ধরেছেন।

অনুরূপভাবে, এখন অস্ট্রেলিয়ায়ও জলসা হচ্ছে, যেমনটি আমি বলেছি, আর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলেও জলসা হচ্ছে। সর্বত্র আপনারা যদি এই মানসে সমবেত হয়ে থাকেন যে, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার বাণী পৃথিবীতে আমাদেরকেই প্রচার করতে হবে, তবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে, যেভাবে সেই দু'আড়াই শ' মানুষ আড়াই শ' বীজ বা আটিতে পরিণত হয়েছেন যা ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। আর কাদিয়ানের বিস্তৃতি এবং ময়দান আর সেসব পুণ্যাত্মাদের প্রজন্ম আমেরিকান জামা'ত, আর সেই জামা'তের বিস্তৃতি, অস্ট্রেলিয়ার জামা'ত এবং তাদের ক্রম বিস্তারের সে দৃশ্যই আমরা দেখছি।

মাশাআল্লাহ্! অস্ট্রেলিয়াতেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে নতুন নতুন জায়গা ক্রয় করা হচ্ছে, এসবের সৌন্দর্য যদি আমাদের বৃদ্ধি করতে হয়, তাহলে নিজেদের ঈমানী অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে হবে। নতুবা শুধু জলসার জন্য সমবেত হওয়া যথেষ্ট নয়। যদি এই দু'আড়াই শ' বীজ বা আটি নিজ প্রভাব প্রকাশ করে থাকে, তাহলে আজ আমাদের দায়িত্ব হবে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করা। আর খোদার প্রতিশ্রুতি যেভাবে রয়েছে, সে অনুসারে বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্। তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল একশ' বিশ-পঁচিশ কোটি, আর আজকে পৃথিবীর জনসংখ্যা সাতশ' কোটির অধিক, বলা হয় সাতশ' ত্রিশ কোটি। অথচ আমাদের সংখ্যা এখনও পৃথিবীর জনবসতির মোকাবিলায় আর সহায়-সম্পদের দিক থেকে খুবই নগণ্য।

কিন্তু আমাদেরও সে কাজই করতে হবে, যা আমাদের পিতা পিতামহরা করে গেছেন। অতএব, একথা সব আহমদীর সামনে রাখতে হবে যে, **আমাদের লক্ষ্য অতীব মহান, যা আমাদের অর্জন করতে হবে। কাদিয়ানে যারা জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাদেরও এটি স্মরণ রাখতে হবে** আর এই দিনগুলোতে প্রচুর দোয়া করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এমন নিদর্শন সহস্র সহস্র রয়েছে, আর স্বাক্ষ্যও অগণিত যা স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ করে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তাঁর একটি ইলহাম হলো, **ইয়াতিকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক। ইয়াতূনা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক।** অর্থাৎ দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তোমার কাছে আসবে এবং দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে উপহার আনা হবে। আর আতিথেয়তার অভিনব সব উপকরণ সৃষ্টি করা হবে। আর মানুষ এত অজস্র-ধারায় আসবে যে, যে পথে তারা আসবে, সে পথে গর্ত হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, এটি এক অসাধারণ নিদর্শন। দেখুন! এই মহান নিদর্শনের সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা কোন্ যুগে দিয়েছিলেন! সেই অবস্থা যারা দেখেছেন, তারা এখনও জীবিত আছেন। (তখন অবস্থা কেমন ছিল তা যারা দেখেছেন আর তারা এখনও জীবিত আছেন।) তিনি (রা.) বলেন, আমার বয়স কম ছিল কিন্তু সেই দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিতে অম্লান। এখন যেখানে মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে ছিল একটি আস্তাকুড়, অর্থাৎ ময়লা আবর্জনার স্তুপ ছিল। মাদ্রাসার জায়গায় দিনের বেলায়ও মানুষ যেতো না, আর বলতো, এটি অলক্ষুনে স্থান। প্রধানত কেউ সেখানে যেতো না আর গেলেও একা যেতো না, বরং দু'তিনজন একসাথে যেতো। কেননা, তাদের ধারণা ছিল, এখানে গেলে জ্বিন ভর করবে। জ্বিন ভর করতো কি-না, জানা নেই।

এটি ছিল বিরান একটি জায়গা, আর জনবসতিহীণ এমন জায়গা সম্পর্কেই মানুষ এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, সেখানে গেলে জ্বিন বা ভূত-প্রেত ভর করে। তিনি (রা.) বলেন, আমার এমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু অনেকেই বলে, তখন কাদিয়ানের অবস্থা এমন ছিল যে, দু'তিন রুপির আটাও এখানে পাওয়া যেতো না। এটি ছিল একটি গন্ডগ্রাম আর এখানে ছিল কৃষিজীবি মানুষের বসতি। নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে মানুষ নিজেই গম ভাঙ্গাতো বা আটা

বানাতো। তিনি বলেন, আমাদেরও মনে আছে, আমাদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন হতো, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাউকে লাহোর বা অমৃতসর পাঠিয়ে সেখান থেকে তা আনিয়ে নিতেন।

মানুষের অবস্থাও এমন ছিল যে, এদিকে কেউ আসতো না। বরযাত্রী হিসেবে কোন অতিথি আসলে হয়তো আসা হতো, কিন্তু সচরাচর এখানে কারও আনাগোনা ছিল না। আমার শৈশবের সেই দিনগুলোর কথাও স্মৃতিপটে অম্লান। হযরত সাহেব [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] আমাকেও সাথে নিয়ে যেতেন। আমার মনে আছে, বর্ষাকালের কথা, একটি ছোট গর্তে পানি জমে যায়। আমি লাফ দিয়ে পার হতে পারি নি, তিনি (আ.) নিজেই আমাকে কোলে তুলে পার করেন। এরপর কখনও শেখ হামেদ আলী সাহেব আর কখনও হুযূর (আ.) নিজেই আমাকে কোলে তুলে পার করতেন। তখন না ছিল অতিথি আর না এ ঘর। উন্নতির কোন প্রকার লক্ষণও ছিল না। কিন্তু এক অর্থে এটিও ছিল উন্নতির যুগ। (সেই যুগে বাহ্যতঃ কোন উন্নতির লক্ষণ ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি একটি উন্নতির যুগ ছিল।) কেননা, তখন হাফেয হামেদ আলী সাহেব এসে পড়েছিলেন। আর এরও পূর্বে যখন কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কেউ জানতো না, তখন আল্লাহ্ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তোমার কাছে আসবে আর দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে উপহার পাঠানো হবে।

সে সময়কার অবস্থার ধারণা দিতে গিয়ে খোদার এই প্রতিশ্রুতির কথা এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, 'হে সেই ব্যক্তি, যাঁকে তার পাড়ার মানুষও জানতো না, যাঁকে তাঁর শহরের বাইরে অন্য শহরের মানুষও চিনতো না, যাঁর অপরিচিতির কারণে মানুষের এই ধারণাই ছিল যে, মির্যা গোলাম কাদের সাহেবই তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, [আমি তোমাকে অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে] আমি তোমার মত ব্যক্তিকে সম্মান দেব, পৃথিবীতে খ্যাতি দান করব আর সম্মান তোমার কাছে আপনা-আপনিই আসবে। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬-২৪৭)**

[এটি প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] "আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে নিজ কানে শুনেছি, তিনি বলতেন, যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে বুঝা যাবে, কাফিরও রহমত হয়ে থাকে। যদি আবু জাহ্ল না হতো, তাহলে এত বিশাল কুরআন কোত্থেকে নাযিল হতো। যদি সবাই আবু বকরই হতেন, তাহলে শুধু **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**ই নাযিল হতো।" **(খুতবাতে মাহমুদ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯)**

এটি থেকে বুঝা যায়, যারা আল্লাহ্‌র হয়ে যায়, সবকিছুতে তারা কল্যাণই দেখে। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা যখন হয়, তখন তিনি দেখছিলেন যে, এখন আরও অধিক সম্মান লাভ হবে এবং সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আজ যখন আমরা কাদিয়ানের দৃশ্য দেখি, তখন দেখি যে, পৃথিবীর বিশ পঁচিশটি দেশের মানুষ এখানে পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন সেখানে নিত্য-নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে।

এরপর জলসা সালানার আতিথেয়তার প্রেক্ষাপটে একটি ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে শেষ জলসার মোট উপস্থিতি ছিল সাতশ'। অথচ এখন এক একটি ব্লকে কয়েক হাজার মানুষ উপবিষ্ট আছেন, (জলসার সময় কয়েক হাজার মানুষ প্রতিটি ব্লকেই বসে আছেন, কিন্তু তখন মোট সংখ্যা ছিল সাতশ')। সেটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ বছর ছিল আর মোট সাতশ' মানুষ জলসায় যোগদান করেন আর তাতেই ব্যবস্থাপনা এতটা ভেঙ্গে পড়ে যে, (মোট সাতশ' অতিথি আর এর ফলেই ব্যবস্থাপনা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়।) রাত তিনটা পর্যন্ত (কিছু) মানুষ খাবার পায় নি। আর তাঁর (আ.) প্রতি ইলহাম হয়, **'ইয়া আইয়্যুহান নাবীয়্যু আতইমুল জায়েআ ওয়াল মু'তার'**। অর্থাৎ হে নবী! ক্ষুধার্ত এবং যাদের অবস্থা শোচনীয়, তাদেরকে খাবার খাওয়াও। সকালে জানা যায়, রাতের তিনটা পর্যন্ত মানুষ লঙ্গর খানার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু তারা খাবার পায় নি।

এরপর নতুনভাবে তিনি (আ.) বলেন, এখন খাবার রান্না কর এবং তাদের খাবার খাওয়াও। দেখ! সাতশ' মানুষের উপস্থিতির কারণে অবস্থা এ পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু সেই সাতশ' মানুষের যে অবস্থা ছিল তাহলো, তিনি যখন ভ্রমণের জন্য বের হতেন, তখন সাতশ' মানুষও তাঁর ভ্রমণ সঙ্গী হতো, ব্যাপক ভিড় ছিল। বাহির থেকে আগত লোকেরা এ দৃশ্য কখনও দেখে নি। বাইরে দুইশ' মানুষকেও কোন আধ্যাত্মিক নেতার চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হতে দেখা যেতো না, মেলায় হয়তো এমনটি হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদিতে এমনটি দেখা যায় না। (তিনি বলেন,) তাই তাদের জন্য এটি ছিল বিস্ময়কর বিষয়! মানুষ ধাক্কা খাচ্ছিল। হুযূর এক পা উঠালে হোঁচট খেয়ে তার পা থেকে জুতা খুলে যেতো (মানুষের ব্যাপক ভিড় ছিল।) এরপর কোন আহমদী তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলতো, হুযূর জুতা পরে নিন এবং তাঁর (আ.) পায়ে জুতা পরিয়ে দিতো। এরপর আবার তিনি পা উঠালে কারও পা লেগে জুতা খুলে যেতো।

আবার কেউ বলতো, হুযূর! একটু দাঁড়ান, জুতা পরিয়ে দেই। ভ্রমণের সময় এই দৃশ্যের অবতারণা হতো আর লোকেরা সাথেই থাকত। একজন জমিদার বন্ধু (নিষ্ঠাবান আহমদী) দ্বিতীয় জমিদার ব্যক্তিকে যিনি নিজেও আহমদী ছিলেন, পাঞ্জাবীতে বলেন, "ও তু মসীহ্ মওউদ দা দাস্ত পানজা লে লেয়া?" অর্থাৎ, তুমি কি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করমর্দন করেছো? তিনি বললেন, "ইত্থে দাস্ত পাঞ্জা লেন দাকেড়া ভিলায়ে, নীড়ে কোঈ নায়ে হুন দেনদা" অর্থাৎ করমর্দনের সুযোগ কোথায়? কেউ কাছেই ঘেষতে দেয় না, মানুষের ভিড় এমন যে, কেউ কাছেই আসতে দিচ্ছে না। মুসাফাহ্র সুযোগ পাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। তখন যে প্রেমিক জমিদার ছিলেন, তিনি দেখে বলেন, এই সুযোগ তুমি আর কোথায় পাবে? তোমার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও মানুষের ভিড় চিরে যাও, আর মুসাফাহ্ করে আস। তিনি বলেন, কোথায় সেই সময় যা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, আর কোথায় আজকের চিত্র, যা আবার আমরা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করছি যে, সহস্র সহস্র মানুষ। **(আল্ ফযল, ১৭ মার্চ ১৯৫৭, পৃ: ৩-৪, খণ্ড ৪৬/১১, সংখ্যা ৬৬)**

এক সময় সাতশ' মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে যায়। **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা করিয়েছেন।** মুসাফাহ্ বা করমর্দন করা কঠিন ছিল বা কঠিন মনে করা হত, কিন্তু আজ খোদা তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার সমর্থনের দৃশ্য দেখুন! বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সহস্র সহস্র মানুষ কাদিয়ানে সমবেত হয়েছেন, তাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে খাবারও রান্না করা হচ্ছে, আতিথেয়তাও হচ্ছে, আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জলসাতেও এমনটিই হচ্ছে।

এছাড়া এই জলসার সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথাও বলেছেন, কাজ অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে, জামা'ত অনেক বড় হয়ে গেছে, মনে হয় আমাদের কাজ এখন শেষ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের অন্তিম বছর কাদিয়ানের জলসা সালানায় যে সমাবেশ হয়েছিল, তা আমার মনে আছে, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন বার বার বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে-ই কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সেই কাজ সাধিত হয়েছে। এখন জামা'ত এত বড় হয়ে গেছে আর এত বেশি মানুষ ঈমান এনেছে যে, আমরা মনে করি, আমাদের এ পৃথিবীতে আসার যে উদ্দেশ্য ছিল, সেটি পূর্ণতা লাভ করেছে।

এখন দেখুন! কোথায় সেদিন, যখন জলসা সালানায় এ মাত্রার ভিড়কে এক অনেক বড় ভিড় মনে করা হত, আর অপরদিকে আজকের অবস্থা দেখুন! [হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন,] লাহোর শহরে আমাদের একটি মসজিদের জুমুআতেই প্রায় সমসংখ্যক মানুষ সমবেত হয়। বরং এখন তো সহস্র সহস্র মানুষ মসজিদে একত্রিত হয়। যেভাবে আমি [হুযূর (আই.)] পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি যে, এখানে লন্ডনেই সহস্র সহস্র মানুষ এখন বসে আছে। এটি খোদা তা'লার সাহায্য এবং তাঁর সমর্থনের এক অসাধারণ নিদর্শন, আর যেসব জামা'তের সাথে তাঁর সমর্থন এবং সাহায্য থাকে, তারা এভাবেই উন্নতি করে, আর শত্রুর দৃষ্টিতে কাটার মতো বিঁধে, শত্রু নগ্নভাবে শত্রুতা আরম্ভ করে এবং তার হিংসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তবে খোদা তা'লার নিয়তি অবশ্যই পূর্ণ হয়, শত্রুর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা নিজ জামা'তকে উত্তরোত্তর উন্নতি দেন এবং পৃথিবীতে ক্রমাগতভাবে জামা'ত উন্নতি লাভ করতে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়টি আমাদের জন্য অনেক বড় আনন্দের কারণ। **(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ: ২)**

একইসাথে আমাদের দায়িত্বের প্রতিও এটি মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেসব লক্ষ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার জন্য আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি।

এরপর দেখুন! কেবল পাকভারত উপমহাদেশেই নয়, বরং আজ পৃথিবীর দু'শতাধিক দেশে জামা'ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, উন্নতি করে চলেছে। **হিংসুকের হিংসাও একইভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।** পূর্বে পাকিস্তান বা ভারতে শত্রুতা হত, ইন্দোনেশিয়ার প্রেক্ষাপটেও শত্রুতার কথা শুনেছিলাম।

দু'দিন পূর্বে কিরগিজস্তানেও আমাদের এক স্থানীয় কিরগিজ আহমদীকে শহীদ করা হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ইনশাআল্লাহ্, আজ তার নামাযে জানাযাও আমি পড়াব।

একইভাবে, আজকে কিছুক্ষণ পূর্বেই বাংলাদেশের একটি শহরে জুমুআ হচ্ছিল, জুমআর নামাযের সময়ে আমাদের মসজিদেও বোমা বিস্ফোরণ হয়, খুব সম্ভব আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল। যাহোক, কয়েকজন আহমদী আহত হয়েছেন।

পুরো রিপোর্ট পরে আসবে। আল্লাহ্ তা'লা আহতদের নিরাপদ রাখুন, এটি যেন প্রাণহারী না হয়। আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের আরোগ্য দান করুন। যাহোক, এই হিংসা এবং বিরোধিতা আহমদীয়াতের উন্নতি দেখে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এটি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু একই সাথে খোদার নিয়তি যে সিদ্ধান্ত করে রেখেছে, তা অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্। জামা'ত উন্নতি করছে, আর ইনশাআল্লাহ্ করে যাবে।

"লঙ্গর উঠা দো"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, যার অর্থ একাধিক, আমরা এর কোন একটি বিশেষ অর্থ করতে পারি না। আমাদের জানা নেই, এটি **কখন কীভাবে পূর্ণ হবে আর সেই ইলহাম হলো "লঙ্গর উঠা দো"।** এই লঙ্গর বলতে মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, যদি নৌকার সাথে সম্পৃক্ত লঙর বা নোঙর বুঝানো হয় (অর্থাৎ পানিতে নৌকা বা জাহাজকে নোঙ্গর করার জন্য যা ব্যবহার করা হয় যদি সেই নোঙ্গর বোঝায়) তাহলে অর্থ হবে, বের হও আর আল্লাহ্‌র বাণী সর্বত্র প্রচার কর আর লঙ্গর বলতে যদি বাহ্যিক লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, আগমনকারীদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, এখন লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা আর সম্ভব নয়। তাই লঙ্গর প্রত্যাহার কর, মানুষকে বল, তারা নিজেরাই যেন নিজেদের খাদ্যের এবং আবাসনের ব্যবস্থা করে। এই উভয় অর্থের কোন একটি আমরা স্থির করতে পারি না বা নির্ধারণ করতে পারি না, আর সময়ও নির্ধারণ করতে পারি না যে, এটি কোন সময় হবে। যাহোক, যতদিন অতিথিদের আতিথেয়তা মানুষের জন্য সম্ভবপর, ততদিন নির্দেশ হল **'ওয়াস্‌সে মাকানাকা'** অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর। আর অতিথিদের জন্য জায়গা করে দাও। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩৫তম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭-৩৯৮)**

অতএব, এরজন্য অন্ততঃপক্ষে কাদিয়ানে বা যে যে স্থানে জামা'তের জন্য সম্ভব, তাদের **অতিথিদের আবাসনের স্থায়ী এবং অস্থায়ী ব্যবস্থা থাকা উচিত।** আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম **ওয়াস্‌সে মাকানাকা**-র অধীনে আবাসনের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও কাদিয়ানে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ব্যাপকতা আসছে, নতুন নতুন অতিথিশালা নির্মিত হচ্ছে এবং জায়গা প্রস্তুত রয়েছে, অতিথিদের যথাসাধ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানেরও চেষ্টা করা হয়। যাহোক, ঘরের সুযোগ-সুবিধা দেয়াতো সম্ভব নয়, তাই অতিথিদেরও এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যতটা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে, এর ভেতর থেকেই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের

মাধ্যমে জলসায় আসার যে মূল উদ্দেশ্য আছে, তা লাভের চেষ্টা করুন, আর শুধুমাত্র আতিথেয়তা বা আবাসনের সুযোগ-সুবিধার দিকে চেয়ে থাকবেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরো একটি ইলহাম এবং ইচ্ছার কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, জামা'তের সেসব বন্ধু, যাদের জন্য জলসায় আসা সম্ভব, তাদের একত্রিত হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র শোনার এবং শোনানোর জন্য যেন একত্রিত হন, যার ব্যবস্থা এ দিনগুলোতে এখানে নেয়া হয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশে এখনও যাতায়াত বা পরিবহন ব্যবস্থা এতটা উন্নত নয় যতটা ইউরোপে সহজসাধ্য। ভারতের বাহিরে অনেক দেশে এসব উপকরণে অপ্রতুলতা আরো অধিক রয়েছে। যেমন আফগানিস্তান, ইরান বা ভারতের বাহিরে যেসব দ্বীপ-দেশ আছে।

আমাদের জামা'তে এখনও এমন মানুষ যোগ দেয় নি, যারা সম্পদশালী, (সে যুগের অবস্থানুযায়ী বলছেন, এখনও সম্পদশালী সংখ্যায় অনেক নেই, তবুও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেক স্বচ্ছল মানুষ জামা'তে যোগ দিচ্ছেন।) যারা দূর-দূরান্তের দেশ থেকে যখন বিমান চলাচল সফরকে অনেক সহজসাধ্য করে তুলেছে, জলসা সালানার সময় কাদিয়ানে আসতে পারে। যদি এমন মানুষ আমাদের জামা'তে যোগ দেন [উল্লিখিত যুগের কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] তাহলে দূর-দূরান্তের মানুষের জন্য এখানে পৌঁছা কঠিন কিছু নয়। যেখানে সর্বপ্রকার ভ্রমণ মাধ্যম সহজলভ্য, তারপরও তাদের সর্বোচ্চ টাকা পয়সার প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু এমন মানুষ আমাদের জামা'তে এখনও অনেক কম বা সত্যিকার অর্থে আদৌ নেই। আজকে দৃষ্টিপাত আমরা করলে দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে মানুষ কাদিয়ান যায়।

তিনি বলেন, আমাদের জামা'তের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি এখনও ভারতেই সীমাবদ্ধ (আর এখনও পাক-ভারতেই তাদের বসবাস।) তাদের মধ্য থেকে বেশিরভাগ পুরুষ যারা বার্ষিক জলসার সময় কাদিয়ান যান। তিনি বলেন, পৃথিবীতে অগণিত মানুষ এমনও আছে, যারা উন্নতি আরম্ভ হলে ঔদাসিন্য এবং আলস্য প্রদর্শন করে (এটি আসলে অনুধাবনের বিষয়)। তারা মনে করে, জামা'ত অনেক বড় হয়ে গেছে। এমন লোকদেরকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যার জন্য জলসা সালানার সময় কাদিয়ান যাওয়া সম্ভব, যদি এখানে আসতে সে আলস্য দেখায়, তাহলে এর আবশ্যকীয় প্রভাব তার প্রতিবেশী ও সন্তান-সন্ততির উপর পড়বে। আমি দেখেছি, যারা বছরে একবারও বার্ষিক জলসার সময় কাদিয়ান আসে, পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে আসে, তাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও সেসব শিশু-কিশোর আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত থাকে না, তথাপি পিতামাতাকে তারা অবশ্যই বলে, আব্বা, আমাদেরকে কাদিয়ান ভ্রমণের জন্য নিয়ে চল। এভাবে শৈশবেই তাদের হৃদয়ে আহমদীয়াত দৃঢ়তার সাথে গ্রথিত হয়, অবশেষে বড় হয়ে আহমদীয়াতের অসাধারণ দৃষ্টান্ত তুলে ধরার সামর্থ্য অর্জন করে।

এছাড়া বাচ্চাদের মন-মস্তিষ্কে বা মন- মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ষিক জলসার জনসমাবেশ অসাধারণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিশুরা অভিনব বিষয় ও জনসমাবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়, আর বার্ষিক জলসায় এসে তারা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই দেখে না বরং তারা প্রকৃতির নতুনত্বের সন্ধানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপভোগ করে, আর তার জন্য এটি আকর্ষণীয় এবং স্মরণীয় দৃশ্য হয়ে যায়। (এখন যারা কাদিয়ান যেতে পারে, যাদের সাধ্য-সামর্থ্য আছে, তাদের যাওয়া উচিত, তবে, **দেশীয় জলসায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিত**।) তিনি বলেন, যে পিতা জলসায় আসেন, তারা তাদের সন্তানদের হৃদয়ে এখানে আসার প্রেরণা সঞ্চার করেন, আর অনেক সময় সন্তানের পীড়াপীড়ি বাচ্চাকে জলসা সালানায় নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। এরপর সেই দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠে, যার কথা আমি উল্লেখ করেছি। অতএব, এ দিনগুলোতে এমন কোন কারণে কাদিয়ান যাওয়াকে উপেক্ষা করা, যা বাদ দিলেও চলে, এটি শুধু একটি নির্দেশের অবাধ্যতাই নয় বরং সন্তান-সন্ততির উপরও যুলুম। **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ রয়েছে যে জলসায় আস।**

সে শুধু এরই অবাধ্যতা করছে না, বরং সন্তান-সন্ততির উপরও যুলুম করছে। ভারতের আহমদীদেরকে কাদিয়ান যাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তিনি বলেন, সত্য কথা তো এটি, আমি যেমনটি বলেছি, আমাদের জামা'তে এখনও সম্পদশালী মানুষ যোগদান করে নি। একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্বল্প সময়ে যাতায়াতের যে ভ্রমণ মাধ্যম রয়েছে, তা এত ব্যয় বহুল যে, বহির্বিশ্বের আহমদীদের জন্য এ দিনগুলোতে কাদিয়ান পৌঁছা কঠিন। কিন্তু যদি কোন যুগে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বড় বড় সম্পদশালী মানুষ আমাদের জামা'তে যোগ দেয় বা সফরের যে ব্যয়ভার আছে তা যদি কমে যায় এবং সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা হস্তগত হয়, তাহলে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে মানুষ এ সময়ে আসবে।

আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বা বিদেশ থেকে মানুষের কাদিয়ান আসার বিষয়টি বড়ই কঠিন মনে হতো। কিন্তু আজকে আমরা এ প্রেক্ষাপটে দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লা কত বড় অনুগ্রহ করেছেন।

যাহোক, তিনি বলেন, কোন সময় আমেরিকায় যদি আমাদের সম্পদশালী মানুষ থাকে এবং তারা যাতায়াতের জন্য টাকা খরচ করতে পারেন, তাহলে হজ্জ ছাড়াও তাদের জন্য আবশ্যক হবে, তারা যেন জীবনে দু'একবার কাদিয়ানের জলসা সালানায় আসেন।

(আমাদের উপর অপবাদ আরোপ করা হয়, নাঊযুবিল্লাহ্ আহমদীরা হজ্জে যায় না, এর পরিবর্তে কাদিয়ান চলে যায়। তিনি বলেন, যাদের সামর্থ্য আছে, তারা প্রথমে হজ্জে যাবে, এছাড়া হজ্জের পর কাদিয়ান যাওয়ারও চেষ্টা করা উচিত) কেননা, কাদিয়ানে জ্ঞানের কল্যাণে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং কেন্দ্রের আশিস বা যে বরকত আছে, তাতে মানুষ আশিসমণ্ডিত হয়। (যদিও সেখানে এখন খিলাফত নেই, কিন্তু সেই জায়গার এক আধ্যাত্মিক আবেদন রয়েছে, সেখানে গেলেই এটি অনুভূত হয়।)

তিনি বলেন, আমি এই বিশ্বাস রাখি যে, **এমন একদিন আসবে, যখন দূর-দূরান্তের মানুষ এখানে আসবে।** দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্ন রয়েছে, তিনি দেখেছেন, তিনি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন, ঈসা (আ.) তো পানিতে হাঁটতেন, আর আমি বাতাসে সাঁতার কাটছি আর আমার খোদার কৃপা তার তুলনায় আমার উপর বেশি (এটি তিনি স্বপ্নে দেখেছেন)। এই স্বপ্নের অধীনে আমি মনে করি, সে যুগ অচিরেই আসবে, যেভাবে কাদিয়ানের জলসায় টমটম গাড়ি চলার কারণে রাস্তা ক্ষয় হয়ে যেতো, আর গাড়ি চলাচলে রাস্তা গর্তবহুল হয়ে যেতো, আর এখন রেলগাড়ী মানুষকে টেনে টেনে কাদিয়ান আনে। একইভাবে, কোন যুগে জলসার দিনগুলোতে কিছুদিন পর পর এই সংবাদও আসবে যে, এখনই অমুক দেশ থেকে এতটি উড়োজাহাজ এসেছে। এ কথাগুলো জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে অভিনব মনে হলেও খোদার দৃষ্টিতে নয়।

আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এখন এই দৃশ্য আমরা অহরহ দেখছি। যেমনটি আমি বলেছি, পৃথিবীর ২০/২৫টি দেশের মানুষ উড়োজাহাজের মাধ্যমে কাদিয়ান এসেছেন আর কিছু এমন দেশের মানুষ বা স্থানীয় মানুষ, পূর্বে যাদের কথা ভাবাও যেত না যে, তারা এখানে আসবেন। আর এটিও অসম্ভব নয় যে, কোন সময় হয়ত চার্টার ফ্লাইট চলবে আর কাদিয়ানের জলসায় যোগদানের জন্য মানুষ চার্টার ফ্লাইটে আসবে। তিনি বলেন, এটি খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত, তিনি তাঁর ধর্মের জন্য মক্কা-মদীনার পর কাদিয়ানকে কেন্দ্র বানাতে চান। মক্কা ও মদীনা সেই দু'টো স্থান, যেই স্থানের সাথে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার সম্পর্ক আছে।

তিনি (সা.) ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মনিব ও অভিভাবক। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কাদিয়ানের উপর এ দু'টি স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু মক্কা এবং মদীনার পর যেই স্থানকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর হিদায়াতের কেন্দ্র আখ্যা দিয়েছেন, সেটি তাই যা মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি-প্রতিচ্ছায়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আপন নিবাস, আর যা এখন ধর্ম-প্রচারের একমাত্র কেন্দ্র। আমাকে আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে, আজকাল মক্কা এবং মদীনা, যা কোন সময় বরকতমণ্ডিত স্থান হওয়ার পাশাপাশি তবলীগেরও কেন্দ্র ছিল, আজকে সেখানকার মানুষ এই দায়িত্ব ভুলে গেছে, কিন্তু এই অবস্থা সবসময় বিরাজ করবে না। (ইনশাআল্লাহ্)। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা এসব অঞ্চলে (অর্থাৎ আরব দেশসমূহে) আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা করলে তখন এই পবিত্র স্থান (অর্থাৎ মক্কা এবং মদীনাও) তাদের প্রকৃত সম্মান ফিরে পাবে, প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পাবে। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ৪১৫-৪১৮, খুতবা জুমুআ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৩৭)**

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি নসীহত খুবই প্রণিধানযোগ্য। মানুষ কাদিয়ানে বসে শুনছেন আর পৃথিবীর অন্যত্রও শুনতে পাচ্ছেন। তিনি [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)] বলেছেন, খোদার এই কৃতজ্ঞতার পর সব বন্ধু, যারা এখানে সমবেত আছেন, তাদের নসীহত করছি, প্রত্যেক সেই বিষয় বা বস্তু যা আনন্দের কারণ, তার সাথে কষ্টও সহাবস্থান করে। ফুলের সাথে কাঁটাও থাকে। অনুরূপভাবে, উন্নতির সাথে হিংসা এবং বিদ্বেষ আর সম্মান ও উন্নতির সাথে অবনতিও

থেকে থাকে। এক কথায়, যে বস্তু ভালো এবং উন্নত মানের হয়ে থাকে, তা হস্তগত করার পথে কিছু বিরোধী শক্তিও বাদ সাধে (যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি)। আসল কথা হল, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতার যোগ্যতাই রাখে না, যতক্ষণ না সে সমস্যা এবং কষ্ট সহ্য করে। এ কারণেই নবীদের জামা'তকেও কিছু না কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়। কোন সময় এমন পরীক্ষা তাদের উপর আসে যে, দুর্বল এবং অপরিপক্ক ঈমানের মানুষ মুরতাদ হয়ে যায় আর কোন কোন সময় মানুষ ছোট ছোট কষ্টের সম্মুখীন হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ এর ফলে হোঁচটও খায়।

তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, (পূর্বেও একবার আমি একথা উল্লেখ করেছি,) কাদিয়ানে একবার পেশাওয়ার থেকে একজন অতিথি এসেছিলেন, সে যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মাগরিবের নামাযের পর মসজিদে বসতেন, অতিথিরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করত আর যেমনটি আমি বলেছি, নবীদের সাথে তাদের অনুসারীদের গভীর ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক থাকে। নবীদের দেখে আর কিছুই তাদের চোখে পড়ে না, তারা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। যেভাবে আমাদের মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, জলসার দিনগুলোতে একবার যখন হযরত সাহেব বাইরে আসেন, তার চতুষ্পার্শ্বে বহু মানুষ সমবেত হয়, ভিড় জমে যায়, সেই ভিড়ে এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করমর্দন করে আর সেখান থেকে বের হয়ে সাথীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি মোসাফাহ্ করেছো কি না? (যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।) সেই ব্যক্তি বলে, এত ভিড়ে সুযোগ পাওয়া কীভাবে সম্ভব হতে পারে? তিনি বলেন, যেভাবে পার করমর্দন কর, তোমার শরীরের প্রতিটি হাড়গোড়ও যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারপরও মোসাফাহ্ কর, এই সুযোগ প্রতিদিন আসে না।

অতএব, সেই ব্যক্তি যায় এবং করমর্দন করে আসে। এক কথায়, নবীকে দেখে মানুষের হৃদয়ে একপ্রকার গভীর আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় আর এই আবেগ এত ব্যাপক হয়ে থাকে যে, নবীর সেবকদেরকে দেখেও অনেক সময় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন নামাযের পর মসজিদে আসন গ্রহণ করতেন, তখন মানুষ তাঁর সবচেয়ে কাছে বসার জন্য ছুটে আসত, যদিও তখন মানুষের সংখ্যা কমই ছিল। তা সত্ত্বেও সবাই এটিই চাইতো যে, আমি হুযূরের সবচেয়ে কাছে বসব। এক ব্যক্তির ভাগ্যে বা অদৃষ্টে যেহেতু পরীক্ষা ছিল, তাই সে একথা বুঝে উঠতে পারে নি যে, আমি কার বৈঠকে এসেছি।

এই ব্যক্তি পেশোয়ার থেকে এসেছিল। সে এসে সুন্নত নামায পড়া আরম্ভ করে, আর এত দীর্ঘ সুন্নত পড়ে যে, প্রথমে কিছুক্ষণ মানুষ তার অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু অপেক্ষমানরা যখন দেখলো, অন্যরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর সবচেয়ে নিকটের স্থান দখল হয়ে যাচ্ছে, তখন তারাও দ্রুত এগিয়ে এসে হুযূরের কাছে গিয়ে বসে পড়ে কিন্তু দ্রুত গতিতে আসার কারণে কারো কনুই তার গায়ে লাগে যে সুন্নত পড়ছিল, এতে সে খুব ক্ষেপে যায় এবং বলতে আরম্ভ করে, অদ্ভুত নবী এবং মসীহ্ মওউদ বটে যার বৈঠকে নামাযীদেরকে এভাবে কনুই মারা হয়। এই সামান্য

বিষয়ের কারণে সে মুরতাদ হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এক কথায়, যে বিষয় ঈমানের উন্নতির কারণ হতে পারে, তা তার জন্য পতন ডেকে আনে আর তার দৃষ্টান্ত সেই জামা'তের উপমার ন্যায়, যে জামা'ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সত্যিকার আলো আসলে সেই জ্যোতি বা আলো, যা হারিয়ে যায়। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪-৪৪৫, খুতবা জুমুআ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৯)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কাদিয়ান এবং জলসায় আগমনকারীদের **আমি নসীহত করব, মানুষের ভিড় এবং কর্মীর স্বল্পতার কারণে যদি কোন কষ্ট হয়, তাহলে আপনারা হোঁচট খাবেন না বা উৎকণ্ঠিত হবেন না।** এই নসীহত সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, এখানে জলসা হোক বা অন্য কোন স্থানে।

যাহোক, অতিথি সেবকরা সকল অর্থে আতিথেয়তার চেষ্টা করেন কিন্তু এরপরও ত্রুটি থেকে যায়। যেমনটি আমি বলেছি, আজও কাদিয়ানে আগমনকারী বা যেখানেই কেউ জলসায় অংশগ্রহণ করে, স্মরণ রাখবেন, ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কষ্ট হলেও সানন্দে সহ্য করুন, সেটি যেন ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার জন্য স্খলন ডেকে না আনে। কাদিয়ানের এবং অন্যান্য জলসায় অংশগ্রহণকারীরা যেন খোদার কৃপা এবং আশিসের মাঝে সময় অতিবাহিত করে আর প্রতিটি জলসা যেন খোদার ফযল এবং আশিসবারি নিয়ে আসে, আর অংশগ্রহণকারী সকলেই যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হয়, আর নিজেরাও এদিনগুলো যেন দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করে।

যেভাবে আমি বলেছি, রাশিয়ার কিরগিস্তানে **আমাদের একজন আহমদীকে শহীদ করা হয়, যার নাম হল ইউনুস আব্দুল জলিলোভ,** ২২শে ডিসেম্বর ৮-৫০ মিনিটে কিরগিস্তানের পূর্বে অবস্থিত গ্রাম কাশগারকিস্তাকে দু'ব্যক্তি তার উপর গুলি বর্ষণ করে, ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তাঁর ঘরের বাইরে ইউনুস সাহেব এক প্রতিবেশীর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন, গাড়ীতে দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মানুষ আসে ইউনুস সাহেবকে লক্ষ্য করে ১২টি ফায়ার করে, সাতটি বুলেট শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়, আর দু'টো বুলেট শরীরের ভেতরেই থেকে যায়। আক্রমণকারীরা ইউনুস সাহেবের সাথে দাঁড়ানো প্রতিবেশীর উপর গুলি করে নি, শুধু ইউনুস সাহেবকেই লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। যাহোক, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তার পিতা এবং ভাই অ-আহমদী। তার আত্মীয়স্বজন কোন পরিচিত মৌলভী দ্বারা জানাযা পড়িয়েছে। তখন পর্যন্ত আহমদীরা সেখানে পৌঁছতে পারে নি। যাহোক, সে (মৌলভী) কোন ভদ্র মানুষ ছিল, সে একথাও বলেছে যে, এই মৃত্যু খুবই হৃদয় বিদারক। আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লার বান্দা আর এভাবে আল্লাহ্‌র কোন বান্দাকে হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। পরে আহমদীরা সেখানে পৌঁছে এবং তার ঘরেই আহমদীরা গায়েবানা জানাযা পড়ে। আশঙ্কা ছিল, আহমদী হওয়ার কারণে মৌলভীরা হৈ-চৈ করবে, কিছুটা হলেও বিরোধিতা ছিল কিরগিস্তানে, আশঙ্কা ছিল দাফন করতে না দেয়ার।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে দাফনের কাজও সমাপ্ত হয়েছে। সেখানকার অপরাধ তদন্তকারী বিভাগ বা পুলিশের কর্মীরা আসে এবং জামা'তের কোন কোন সদস্যকে তাদের অফিসে নিয়ে যায়, তাদেরকে পুরো তথ্য সরবারহ করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এটি শুনে তারা আশ্চর্য হয় আর বলতে থাকে যে, আমরা তো আপনাদের সম্পর্কে ভিন্ন কিছু শুনেছিলাম। তারা প্রতিশ্রুতি দেন, যা কিছু করা সম্ভব এই সত্যকে সামনে আনার জন্য আমরা করব, পুলিশ চেষ্টাও করেছে আর দুই হত্যাকারীকে তারা কিছুক্ষণ পর গ্রেফতারও করেছে। আর যে বিষয় সামনে এসেছে, তাহলো, সিরিয়ার লোকদের সাথেই তাদের যোগসূত্র রয়েছে। তারা বলেছে, আমাদের এক ব্যক্তি যে এখান থেকে সিরিয়া গিয়েছিল সে ফিরে এসেছে এবং বলেছে চার ব্যক্তি, অর্থাৎ চারজন আহমদীকে হত্যা করতে হবে। প্রথমে একজন আহমদীকে ছুরিকাঘাত করা হয়, রড দিয়ে পিটানো হয়, তার হাড় ভেঙ্গেছে, আহত হন, মৃতপ্রায় ফেলে চলে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন। এটি দু'তিন মাস বা ছয় মাস পূর্বের কথা। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করেছেন, এখন তিনি ভালো আছেন। কিন্তু এখানে এরা তাকে শহীদ করতে সফল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। যাহোক পুলিশ অন্যদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ করুন, এদের সবাই যেন সমুচিত শাস্তি পায়।

স্থানীয় আহমদীদের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তারা লিখে পাঠিয়েছেন, ইউনুস সাহেবের এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে কাশগার কিশতাক জামা'ত দুঃখে ভারাক্রান্ত কিন্তু তারা লিখেছেন, আমরা কোন কিছুকে ভয় করি না। এই শাহাদাতের পরও আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী বা আগত মসীহ্ মওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বাণী প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা ঈমানের দিক থেকে খুবই দৃঢ়।

ইউনুস আব্দুল জলীলোভ সাহেব ১৯৭৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, ২০০৮ সনে তিনি বয়আত করেন। তিনি এদেশের প্রাথমিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতা হয় কিন্তু তিনি আহমদীয়াতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বয়আতের পর তার জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসে। সব সময় ধর্মীয় জ্ঞানের সন্ধানে রত থাকতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুবাল্লিগদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখতেন। যখনই ধর্মের নতুন কোন কথা শিখার সুযোগ পেতেন খুবই আনন্দিত হতেন। পাঁচ বেলার নামায বাজামা'ত আদায় করতেন। শাহাদতের সময়ও নিজ জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। জামা'তের খুবই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী, তিন কন্যা এবং একজন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। বড় মেয়ের বয়স ৯ বছর, দ্বিতীয় মেয়ের বয়স ৬ বছর, তৃতীয় মেয়ের বয়স ৩ বছর আর সবচেয়ে ছোট ছেলের বয়স মাত্র ৩ মাস।

আমাদের এমন একজন মুবাল্লিগ যিনি সেখানে কাজ করেছেন, তিনি লিখেন, ইউনুস সাহেব তার পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন, পরে তার স্ত্রীও বয়আত করেছেন। সর্বজনপ্রিয় এবং

নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকত, প্রশস্তচিত্ত এবং মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। নামায পড়তেন বিগলিত চিত্তে। স্থানীয় জামা'তের উন্নতি নিয়ে সব সময় চিন্তাভাবনা করতেন আর এজন্য অনেক দোয়াও করতেন। জামা'তের প্রতিনিধি এবং মুবাল্লিগদের সাথে গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আচরণ করতেন। সবার সাথে গভীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। আইনি জটিলতার কারণে সেখান থেকে কোন কোন মুবাল্লিগকে ফিরে যেতে হলে মুবাল্লিগ চলে যাচ্ছে বলে তিনি খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হতেন। তিনি রাশিয়ার মাটিতে (পূর্বে রাশিয়া ছিল এখন কিরগিস্তান) ইসলাম এবং আহমদীয়াতের খাতিরে রক্তের নযরানা পেশকারী প্রথম আহমদী শহীদ। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার রক্তের প্রতিটি বিন্দু অগণিত পুণ্য প্রকৃতির এবং নেক প্রকৃতির মানুষকে জামা'তভুক্ত করার কারণ হোক। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির হাফেয এবং নাসের হোন এবং তাদেরকে ঈমান এবং বিশ্বাসে উত্তরোত্তর উন্নতি দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫-২১ জানুয়ারি ২০১৫, ২৩তম খণ্ড, সংখ্যা ৩, পৃ. ৫-৯)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)